بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

# সত্যবাদিতা ও সততা :
# হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র সীরাতের এক উজ্জ্বল দিক

**সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৮ মে, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার**

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে ইতঃপূর্বে তাঁর সত্যতার মানদণ্ড হিসেবে কিছু উদ্ধৃতি ও ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছিল। আজ আরও কিছু ঘটনা বর্ণনা করব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে ডাক্তার হেনরি মার্টিন ক্লার্কের পক্ষ থেকে একটি হত্যা চেষ্টার মামলা দায়ের করা হয়েছিল। হুযূর (আই.) বলেন, এই মামলাটি এতটাই গুরুতর ছিল যে, এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ফাঁসির দণ্ড পর্যন্ত হতে পারত। ইহুদীদের পক্ষ থেকে রোমান আদালতে হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছিল, অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধেও এমন একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, একজন সম্ভ্রান্ত পাদ্রী এবং ডাক্তার আমার বিরুদ্ধে তাকে হত্যা চেষ্টার অভিযোগ আনেন এবং অত্যন্ত জোরালোভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করেন। এমনকি জামা'তের চরম শত্রু মৌলভী মুহাম্মদ হোসেইন বাটালভীও আদালতে সাক্ষ্য দিতে এসেছিল এবং সাধ্যমতো আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান এবং সর্বতোভাবে মামলাটি আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল।

এই মামলাটি গুরদাসপুরের ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন ডগলাসের এজলাসে বিচারাধীন ছিল। আমার বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোরালোভাবে সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছিল। এমতাবস্থায় এবং এমন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কোনো আইনবিদ বা বিজ্ঞ ব্যক্তি এটি বলতে পারতেন না যে-আমি মুক্তি পেতে পারি বা নির্দোষ প্রমাণিত হতে পারি।

কিন্তু খোদাতা'লা মামলার আগেই আমাকে যেভাবে অবহিত করেছিলেন, ঠিক তেমনি সময়ের পূর্বেই এটিও প্রকাশ করে দিয়েছিলেন যে-আমি এতে নির্দোষ প্রমাণিত হব। ক্যাপ্টেন ডগলাসের মনে বাদীর (অভিযোগকারী) বয়ানের ওপর কিছুটা সন্দেহ জেগেছিল, তাই তিনি পুনরায় তদন্ত করার জন্য আব্দুল হামিদকে পুলিশ অফিসার ক্যাপ্টেন লেমারচ্যান্ডের নিকট সোপর্দ করেন। ক্যাপ্টেন আব্দুল হামিদকে ডেকে বললেন যে, 'সত্য কথা বলো'। আব্দুল হামিদ তখনও সেই একই গল্প বলতে লাগল যা সে আগে শুনিয়েছিল। তখন ক্যাপ্টেন সাহেব কড়া ভাষায় বললেন যে, 'আসল ঘটনা বর্ণনা করো'। এতে সে সত্য প্রকাশ করে দিল এবং পরিষ্কারভাবে স্বীকার করল যে-

তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে এই মিথ্যা জবানবন্দি দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। কিন্তু মির্যা সাহেব তাকে কখনোই হত্যার উদ্দেশ্যে পাঠাননি। ক্যাপ্টেন এই বয়ান শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং তিনি ডেপুটি কমিশনারকে টেলিগ্রাম (তার) পাঠালেন যে-'আমরা মামলার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করেছি'।

হুযূর (আ.) বলেন: সেই সময় আদালতে আমি দেখছিলাম যে-প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হওয়ায় ডেপুটি কমিশনার অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন এবং সেই খ্রিস্টানদের ওপর তাঁর চরম ক্রোধ জন্মেছিল যারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল। তিনি আমাকে বললেন যে, **'আপনি চাইলে এই খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন'**। কিন্তু যেহেতু আমি মামলা-মোকদ্দমার প্রতি বিমুখ ও বীতশ্রদ্ধ, তাই আমি শুধু এটুকুই বললাম যে-**'আমি মামলা করতে চাই না; আমার মামলা আসমানে (আল্লাহ্‌র দরবারে) দায়ের করা আছে'**।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই একই মামলায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যবাদিতা ও উচ্চাঙ্গের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে একজন অ-আহ্‌মদী আইনজীবী মৌলভী ফযল দীন সাহেবের একটি বক্তব্য রয়েছে। তিনি বলেন: **'আমার হৃদয়ে মির্যা সাহেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মাহাত্ম্য রয়েছে। আমি তাঁর অবস্থান ও মর্যাদাকে অত্যন্ত মহান বলে মনে করি। যদিও তাঁর দাবিদাওয়ার বিষয়ে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমি এটি বিশ্বাস করি যে-হয়তো সেগুলো বুঝতে তাঁর ভুল হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু তিনি যাই হোন না কেন, পরিশেষে তিনি একজন অত্যন্ত নেক ও ভালো মানুষ'**।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রাযি.)-এর মাধ্যমে লালা দীনানাথ নামক একজন হিন্দু ব্যক্তি এই বর্ণনাটি প্রদান করেছেন। তিনি বলেন: একবার একটি মজলিসে মৌলভী ফযল দীন সাহেবের উপস্থিতিতে কেউ একজন মির্যা সাহেবের (আ.) এমনভাবে বিরোধিতা করছিল যা শিষ্টাচার ও নৈতিকতার পরিপন্থী ছিল। এটি শুনে মরহুম মৌলভী ফযল দীন সাহেব অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি গভীর আবেগ ও উদ্দীপনার সাথে বললেন: **'আমি মির্যা সাহেবের মুরিদ নই, তাঁর দাবি-দাওয়ার ওপরও আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু মির্যা সাহেবের মহান ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর চারিত্রিক উৎকর্ষের আমি একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আমি পেশায় একজন আইনজীবী এবং সব স্তরের মানুষের মামলা আমার কাছে আসে। এই সূত্রে আমি হাজার হাজার মানুষকে দেখেছি যে-যখনি কোনো আইনি পরামর্শের অধীনে নিজের জবানবন্দি বা বয়ান পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সে বিনা দ্বিধায় তা বদলে ফেলেছে। কিন্তু আমি আমার পুরো জীবনে একমাত্র মির্যা সাহেবকেই দেখেছি যিনি সত্যের অবস্থান থেকে এক চুল পরিমাণও সরে দাঁড়াননি'**।

মার্টিন ক্লার্কের মামলা চলাকালে আমি তাঁর জন্য একটি আইনি জবানবন্দি লিখে তাঁর সমীপে পেশ করেছিলাম। তিনি সেটি পড়ে বলেন, এতে তো মিথ্যা রয়েছে। আমি বলি, আসামির জবানবন্দি শপথের অধীনে হয় না এবং আইনের দৃষ্টিতে সে যা খুশি বলার অধিকার রাখে। তখন হুযূর আকদাস (আ.) বলেন, **আইন হয়তো আমাকে অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু খোদা তা'লা তো অনুমতি দেন নি। কাজেই, আমি প্রকৃত সত্য বিষয়ই উপস্থাপন করব।** এরপর আমরা তাঁকে বলি, আপনি শুধু এটুকু বলুন যে, আমি আব্দুল হামিদকে চিনি না, বাকিটা আমরা সামলে নেব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের সকল প্রস্তাব শুনে বলেন,

**আমি দুনিয়াতে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি, আমি কখনোই মিথ্যা বলব না, এজন্য আমাকে ফাঁসি দেওয়া হলে হোক। আর আমি আব্দুল হামিদকে চিনি, সে কাদিয়ানে আসত। যা-ই হোক না কেন, আমি কখনোই এটি অস্বীকার করতে পারব না।**

আমরা নিবেদন করি, মিথ্যা বলতে না চাইলে কথাটি একটু ঘুরিয়ে বলুন, যাতে আসল সত্য প্রকাশ না পায়। কিন্তু হুযূর আকদাস (আ.) বলেন, **আমি তেমনটিও করতে পারব না। খোদা তা'লা আমাকে জগতে তাঁর আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। নিজের প্রাণ রক্ষার তাগিদে আমি এমন কোনো উদাহরণ উপস্থাপন করতে প্রস্তুত নই। যদি সত্য বলতে গিয়ে আমার প্রাণও যায়, তবুও আমিই সফলকাম হবো।**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন নিজের লেখা জবানবন্দি আদালতে প্রদান করেন তখন সবাই মনে করেছিল, এখন তাঁর মুক্তি পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু এই মামলায় হুযূর (আ.) আল্লাহ্‌র যে সাহায্য লাভ করেছিলেন তা দেখে সবাই খুবই বিস্মিত হয়। খোদা তা'লা কীভাবে তাঁর প্রেরিত পুরুষকে সাহায্য করেন এবং তিনি এই গুরুতর

মামলা থেকে সসম্মানে মুক্তি পেয়ে সফল হন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন, ১৯১৬ সালে মিস্টার ওয়াল্টার আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে গবেষণার জন্য কাদিয়ানে আসেন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাকে যেন জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার কোনো প্রবীণ সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া হয়। সেই সময়ে মুন্সী আড়োরা খান সাহেব (রা.) কাদিয়ানে ছিলেন। মিস্টার ওয়াল্টার তাঁর সাথে কুশলাদি বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করেন, হযরত মির্যা সাহেবের সত্যতার কোন্ দলিলটি আপনার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে?

মুন্সী সাহেব (রা.) উত্তরে বলেন, আমি খুব বেশি শিক্ষিত মানুষ নই এবং বড়ো বড়ো তাত্ত্বিক দলিলও জানি না। তবে আমার ওপর যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে তা হলো, হযরত সাহেবের পবিত্র সত্তা। তাঁর চেয়ে বেশি সত্যবাদী, বিশ্বস্ত এবং আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাসী ব্যক্তি আমি আর দেখিনি। তাঁকে দেখে কেউ বলতে পারত না যে এই লোক মিথ্যাবাদী হতে পারেন। এ কথা বলতে বলতে মুন্সী সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর স্মরণে এতটাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন যে, কাঁদতে কাঁদতে তার হেঁচকি উঠে যায়। মিস্টার ওয়াল্টার এটি দেখে অবাক হয়ে যান এবং তাঁর রচিত The Ahmadiyya Movement বইয়ে এই ঘটনার উল্লেখ করে লেখেন, যিনি নিজের সাহচর্যে এমন মানুষ তৈরি করেছেন, তাঁকে অন্তত আমরা প্রতারক বলতে পারি না।

মির্যা রহিম বখশ সাহেব বর্ণনা করেন: আমি একজন আহ্‌মদী ব্যক্তির দেখা পেলাম। তাঁর সাথে কিছু কথাবার্তা হলো এবং আমি (সত্যের প্রতি) কায়েল হলাম। রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম যে-আমরা চার ভাই একটি পাহাড়ের গুহায় পথ হারিয়ে ফেলেছি, বের হওয়ার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। তারপর আমি এক পাশ দিয়ে বেয়ে উপরে উঠে এলাম। আমি দেখলাম যে একটি রেলগাড়ি চলছে, কিন্তু গাড়িটি মাটি থেকে অনেক উঁচুতে। আমি অবাক হয়ে ভাবছি যে কীভাবে এতে চড়ব? তখন একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন-'নিচে আসমান থেকে যে রশিটি ঝুলছে, সেটি ধরো; তাহলেই উপরে উঠতে পারবে'। তিনি বলেন, সকালে ইব্রাহিম সাহেব আমার কাছে এলেন। আমি তাঁকে স্বপ্নটি শোনালে তিনি কুরআন শরীফ বের করলেন এবং আমাকে 'ওয়া'তাসিমূ বিহাবলিল্লাহ' (অর্থাৎ: তোমরা আল্লাহ্‌র রশিকে শক্ত করে ধরো) আয়াতটি দেখালেন। এটি একটি ইশারা ছিল যে-আল্লাহ্‌র রশিটি আঁকড়ে ধরো। এরপর আমি বয়আতের চিঠি লিখে দিলাম। উত্তর এলো যে, **'বয়আত মঞ্জুর করা হয়েছে, তবে কাদিয়ানে অবশ্যই এসো'**।

তিনি (মির্যা রহিম বখশ সাহেব) বলেন: আমি যখন অমৃতসর স্টেশন থেকে বাটলাগামী ট্রেনে উঠলাম, তখন দুই-তিনজন বৃদ্ধ শিখ আমার পাশে এসে বসলেন। তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছ?' আমি বললাম, 'কাদিয়ান'। তাঁরা বললেন, 'সেই মির্যার কাদিয়ানে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। আমি তাঁদের কাছে হযরত সাহেব সম্পর্কে জানতে চাইলাম যে তিনি কেমন লোক? তাঁরা নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী বললেন, 'তিনি তো খুব বিখ্যাত, তিনি খোদায়ীর দাবি করেন'।

আমি তখন কৌতুকবশত বা দুষ্টুমি করে বললাম, 'আমি মির্যাকে চিনি; সিয়ালকোটে তিনি এবং আমার বাবা দুজনেই চাকরি করতেন এবং তাঁরা একসাথে বসে ভাং (মাদক) পান করতেন'। আমি স্রেফ ঠাট্টা করেই এটি বলেছিলাম। কিন্তু এটি শুনে শিখরা বলে উঠলেন, 'মিয়াঁ! খবরদার এমন কথা কক্ষনো বলো না! তিনি তো একজন সাধু প্রকৃতির মানুষ এবং অত্যন্ত সত্যবাদী (সাদিক) ও বিশ্বস্ত (আমিন) ব্যক্তি। তিনি এতটাই প্রসিদ্ধ যে মানুষ তাঁর উদাহরণ দিয়ে থাকে। আমাদের এখানে কেউ সত্য কথা বললে লোকে বলে-তুমি কি মির্যা গোলাম মোর্তজার ছেলে যে এত সত্য বলছ? এটি তো এখন একটি প্রবাদে পরিণত হয়েছে।'

তাদের মধ্যে একজন বললেন, 'শৈশবে তিনি আমাদের সাথে খেলতেন। আমরা তাঁকে এই জন্য সম্মান করতাম যে তিনি রঈস বা জমিদারের ছেলে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাঁর মাঝে পরিবর্তন আসতে থাকে এবং তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান (অর্থাৎ নির্জনে ইবাদতে মগ্ন হন)। তিনি ভেতরে বসে জাদু তৈরি করতে থাকেন (শিখদের ধারণা ছিল এটি জাদু)। তিনি কাদিয়ানের চারপাশে চার মাইল এলাকা জুড়ে জাদুর প্রভাব ছড়িয়ে দিয়েছেন। যেকোনো ধর্মের লোক তাঁর কাছে আসুক না কেন, তিনি নিজ ধর্মকে সত্য প্রমাণ করে দেন এবং বলেন যে আমি আসমান থেকে এসেছি।'

রহিম বখশ সাহেব বলেন: আমি তাঁদের মুখ থেকে এসব কথা শুনলাম। যখন আমি কাদিয়ান মেহমানখানায় নামলাম, সেখানে তিন-চারটি ছেলে ছিল। আমি তাঁদের পরীক্ষা করার জন্য খুব কঠোরভাবে কথা বললাম, কিন্তু আমার কঠোরতার বিপরীতে তারা অত্যন্ত নম্রতা ও সৌজন্যের সাথে আচরণ করল। কাদিয়ানে তখন প্রচণ্ড গরম ছিল। আমি ফিরে যেতে চাইলে এক আরব ব্যক্তির সাথে দেখা হলো। তিনি বললেন, 'যখন এসেই পড়েছেন, তখন হযরত সাহেবকে না দেখে ফিরে যাবেন না। এই সময় আর ফিরে পাবেন না।'

ইতিমধ্যে আযান হয়ে গেল, আমি ভাবলাম নামাযটা পড়ে নিই। নামাযের পর হুযূর (আ.) মজলিসে বসলেন। তাঁর মাথা নিচু ছিল। আমি ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমার দাড়ি-গোঁফ কিছুই ছিল না। আমি মনে মনে বললাম, 'যতক্ষণ না এই ব্যক্তির চেহারা দেখছি, ততক্ষণ বিশ্বাস করব না।' কিছুক্ষণ পর হযরত সাহেব (আ.) মাথা তুলে তাকালেন; আমি মনে মনে বললাম, 'আপনি সত্যবাদী (সাদিক)'। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার মাথা তুলে তাকালেন; আমি বললাম-'আমান্না' (অর্থাৎ: আমি ঈমান আনলাম)। তৃতীয়বার যখন তিনি তাকালেন, তখন আমি তাঁর ওপর উৎসর্গ (কুরবান) হয়ে গেলাম।

হযরত চৌধুরী স্যার জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, **যখন আমি প্রথমবার লাহোরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দর্শন লাভ করি, তখন আমার হৃদয়ে যে প্রভাব পড়েছিল তা হলো, এই ব্যক্তি সত্যবাদী এবং তিনি যা বলছেন তা সত্য। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি আমার অন্তরে এমন ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিল যে, সেটিই আমার জন্য হুযূর (আ.) এর সত্যতার আসল দলিল। আমি তখন শিশু ছিলাম, কিন্তু সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমার আর কোনো দলিলের প্রয়োজন পড়েনি। পরে নিরবচ্ছিন্নভাবে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যা আমার ঈমানকে মজবুত করেছে। আমি হুযূর (আ.)-এর নূরানী চেহারা দেখেই তাঁকে মেনে নিয়েছিলাম এবং সেই প্রভাবই এখন পর্যন্ত আমার কাছে তাঁর সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।**

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন আমরা যেন এই বাস্তবতা অনুধাবন করে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি এবং সর্বদা সত্যের উন্নত মান অনুসরণ করতে সক্ষম হই, আমীন।

**আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-**

**'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।**

**('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)**

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

*8 May 2026*

*Distributed by*

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
*Distt*.....*Pin*.....*W.B*

**To,**

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in